যায়যায়দিন শিক্ষা ১৫ তারিখ 14 JUN 2007 পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

জিপিএ-৫ পেয়েও ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না অনেকে

হাবিবুর রহমান

পান্থর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে মিজানুর রহমান। এখন, নতুন টেনশন শুরু হয়েছে তার বাবা-মায়ের, কিভাবে ছেলেকে ভালো কোনো কলেজে ভর্তি করা যায়। টেনশনে আছে মিজান নিজেও। এ টেনশন শুধু মিজান ও তার বাবা-মায়ের নয়, তার মতো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সবার। অন্যদিকে এবার এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা কলেজে মোট আসন সংখ্যার চেয়ে কম হওয়ায় কলেজগুলোতে প্রায় ৫০ হাজার আসন শূন্য থাকবে।

অন্যদিকে পাসের হার কম হওয়ায় অনেক কলেজে থাকবে শিক্ষার্থী সঙ্কট

জিপিএ-৫ পেয়েও ৪-৫ হাজার শিক্ষার্থী ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাওয়ায় তাদের বিপাকে পড়তে হবে বেশি। এছাড়া মধ্যম মানের রেজাল্ট করেও কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হতে পারবে না আরো প্রায় এক লাখ পরীক্ষার্থী। ভালো ভালো কলেজ শুধু জিপিএ-৫কেই ভর্তির শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়ায় ৪.৮৮ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাসহ মধ্যম মানের এবং গ্রামাঞ্চল থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা শহরের ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মঙ্গলবার প্রকাশিত এসএসসির রেজাল্টে দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডে পাস করেছে ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫৫ পরীক্ষার্থী। আর বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য মতে, দেশে প্রায় আড়াই হাজার কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে আসন সংখ্যা ৫ লাখের কাছাকাছি। পৃ ২ >> ক ৬

জিপিএ-৫ পেয়েও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এর মধ্যে সরকারি কলেজে ভর্তি হতে পারবে ৮৭ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী। বাকি শিক্ষার্থীদের বেসরকারি কলেজগুলোতে ভর্তি হতে হবে। তাই দেখা যাবে এ বছরে প্রায় ৫০ হাজার আসন খালি থাকবে।

রাজধানীর নামি এক কলেজের প্রিন্সিপাল নাম প্রকাশ না করার শর্তে যায়যায়দিনকে বলেন, দেশের অনেক কলেজে শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে খারাপ। তাই ভালো শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের টার্গেট থাকে ভালো কলেজে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানো। জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যাশিত কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা হবে।

এ বছর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫ হাজার ৭৩২, যা গত বছরের তুলনায় ১ হাজার ৪৮ জন বেশি। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত এ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যেও রয়েছে ভালো কলেজে ভর্তি না হতে পারার উদ্বেগ। ভালো কলেজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচিত কলেজের সংখ্যা হাতেগোনা। রাজধানী ঢাকায় ১৩০টি কলেজের মধ্যে মাত্র ১০-১২টি কলেজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকে। ঢাকার বাইরে নামকরা কলেজের সংখ্যা খুবই কম। তাই প্রতি বছরের মতো এবারো রাজধানীর ভালো কলেজগুলোতে যুদ্ধ করতে হবে। দেশের ১০টি ক্যাডেট কলেজের ৬০০ আসনসহ সারা দেশে ভালো কলেজ হিসেবে পরিচিত ৬০টির মতো কলেজ রয়েছে। এসব কলেজের আসন সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি নয়।

সূত্রমতে, ঢাকার সেরা কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ৮ হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে ঢাকা কলেজে আসন সংখ্যা ৫৭৫, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১ হাজার ১০০, ঢাকা কমার্স কলেজে ৯০০, নটর ডেম কলেজে ১ হাজার ৫০০, রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজে ৫০০, বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে ৮০০ এবং সিটি কলেজে ১ হাজার ৫০০। এ কলেজগুলোর ওপর ঢাকা বোর্ড ছাড়াও অন্য বোর্ডগুলোর শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাপ পড়বে। এছাড়া মাদ্রাসা ও দাখিলে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশও ভিড় জমায় কলেজে।

হিসাব করে দেখা গেছে, সাত বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১ হাজার ৬০৭ জন। মানবিকে এ সংখ্যা ৫৮৫ এবং ব্যবসায় প্রশাসনে ৩ হাজার ৫৪০। তবে সে তুলনায় বিজ্ঞানে ভালো কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হতে বেশ বেগ পেতে হবে। দেখা যাচ্ছে, সরকারি কলেজের ৮৭ হাজার আসনসহ সব মিলিয়ে ভালো কলেজে আসন প্রায় ১ লাখ। এসব কলেজের এক-চতুর্থাংশ আসনে ভর্তি হবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তরা। অথচ জিপিএ-৫ থেকে ৪ ও জিপিএ-৪ থেকে ৩.৫- এ দুই স্তরে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৩ হাজার ৭০৪ ও ৮৩ হাজার ১২ জন। মধ্যম মানের রেজাল্ট করা এ রকম প্রায় ২ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১ লাখই কাঙ্ক্ষিত মানের কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এসব শিক্ষার্থী হুমড়ি খেয়ে পড়বে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভাগীয় ও জেলা শহরের হাতেগোনা ৩০০ কলেজে ভর্তির জন্য।